আল্লাহ পাককে
ভালবাসা পোষনকারীদের ঘটনাবলী

For Islamic Brothers
02-Oct-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

আল্লাহ পাককে ভালবাসা পোষনকারীদের ঘটনাবলী

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
ভেড়ার চামড়া..... 8
প্রেমিক প্রেমিকের সাথেই থাকবে..... 8
তুমিই নৈকট্যশীল..... 9
আল্লাহর ভালবাসায় হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়া..... 12
ঈমানের মিষ্টতা..... 13
পাঁচটির চাহিদা পাঁচটি থেকে উদাসীনতা..... 16
আল্লাহ পাক ভালবাসার ৭টি নিদর্শন..... 17
আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের উপায়..... 18
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ “দরস”..... 21
বাইয়াত হওয়ার মাদানী ফুল..... 23
ঘোষণা..... 24
দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত
৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 25
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 25
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:..... 25
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:..... 26
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:..... 26

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 26
(৬) দরূদে শাফায়াত: 27
(১) এক হাজার দিনের নেকী 27
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 27
বাইয়াত হওয়ার অবশিষ্ট মাদানী ফুল 28
বিচ্ছু এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পোকামাকড় থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া 29
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... 30
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী..... 33
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 33
মাসিক ৪টি নেক আমল..... 33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 33
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 34

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةً لَهُ عِنْدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ যে আমার প্রতি জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো। **(জমউল জাওয়ামেয়ে, ৭/১৯৯, হাদীস ২২৩৫২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারার ১৬৫নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ
(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভালবাসে।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার আলোকে তাফসীরে "সীরাতুল জিনান" এর ১ম খন্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আল্লাহ পাকের মকবুল

বান্দারা সকল সৃষ্টির চেয়ে বেশী আল্লাহ পাককেই ভালবাসে। আল্লাহ পাকের ভালবাসায় বেঁচে থাকা, আল্লাহ পাকের ভালবাসায় মৃত্যুবরণ করাই তাদের জীবণের মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। নিজের সকল আনন্দে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া, নরম এবং পুরু বিছানা ছেড়ে মুনিবের দরবারে মাথা নত করা, আল্লাহ পাকের স্বরণে কান্না করা, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনে উদগ্রীব থাকা, শীতের দীর্ঘ রাতে কিয়াম (অর্থাৎ নামায) এবং গরমের দীর্ঘতম দিনে রোযা, আল্লাহ পাকের জন্য ভালবাসা পোষণ করা, তাঁরই জন্যে শত্রুতা পোষণ করা, তাঁরই জন্যে কাউকে কিছু দেয়া এবং তাঁরই জন্যে কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকা, নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা, বিপদে ধৈর্যধারণ, সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি ভরসা, নিজের সকল অবস্থাদি আল্লাহ পাকের প্রতি সম্পন্ন করে দেয়া, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিধানাবলীর প্রতি আমল করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা, অন্তরকে অহেতুক ভালাবাসা থেকে পবিত্র রাখা, আল্লাহ পাকের প্রিয়দের প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহ পাকের শত্রুদেরকে ঘৃণা করা, আল্লাহ পাকের প্রিয়দের অনুগত থাকা, আল্লাহ পাকের সবচেয়ে প্রিয় রাসূল ও মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসা, আল্লাহ পাকের বাণীর তিলাওয়াত করা, আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে নিজের মনের নিকটবর্তী রাখা, তাঁদেরকে ভালবাসা, আল্লাহ পাকের ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের সঙ্গ অবলম্বন করা, আল্লাহ পাকের সম্মান মনে করে তাঁদের সম্মান করা, এই সকল কাজ এবং এছাড়াও আরো অসংখ্য কাজ এমন রয়েছে, যা আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসার দলিলও বহন করে এবং তা চাহিদাও রাখে।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আল্লাহ পাকের ভালবাসার চাহিদা কি, অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসার দাবি করে তবে তার রাতদিন কিরূপ অতিবাহিত হওয়া উচিৎ, তার মস্তক আল্লাহ পাকের দরবারে নত থাকা উচিৎ, তার চোখ খোদার স্মরণে ভেজা থাকা উচিৎ, তার অন্তর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য উদগ্রীব থাকা উচিৎ, দিন রোযায় অতিবাহিত করা আর রাত ইবাদতে কাটানো উচিত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় আমাদেরও নিজের মাঝে আল্লাহ পাকের ভালবাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিৎ। আল্লাহ পাক একবার তাঁর নবী হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করলেন: হে দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام! যদি তুমি আমাকে ভালবাসতে চাও তবে দুনিয়ার ভালবাসা তোমার অন্তর থেকে বের করে দাও, কেননা আমার এবং দুনিয়ার ভালবাসা একই অন্তরে একত্রে থাকতে পারে না, হে দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام! যে আমাকে ভালবাসে সে রাতে আমার ভালবাসায় তাহাজ্জুদ পড়ে যখন মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে, সে একাকিত্বে আমাকে স্মরণ করে, যখন উদাসীন লোকেরা আমার আলোচনা থেকে উদাসিনতায় লিপ্ত হয়, সে আমার নেয়ামত প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আর ভূলে যাওয়া ব্যক্তিরা আমার থেকে উদাসীনতা অবলম্বন করে।

(হিলউয়াতুল আউলিয়া, নম্বর-১১৯০৬, ২/১১। আলা কওলিহিল আহলাকম বাহরুদ দুমু, ২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! আসুন এবার আল্লাহ পাককে ভালবাসা পোষণকারী নেক বান্দাদের কিছু ঘটনাবলী শ্রবণ করি:

ভেড়ার চামড়া

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত মুসআব বিন ওমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে এই অবস্থায় আসতে দেখলেন যে, তিনি ভেড়ার চামড়া কোমরে জড়িয়ে রেখেছেন, তখন ইরশাদ করলেন: এই ব্যক্তির দিকে তাকাও, যার অন্তরকে আল্লাহ পাক আলোকিত করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আমি তাকে তার পিতামাতার নিকট দেখলাম যে, তারা তাকে উত্তম খাবার খাওয়াতেন এবং উন্নত পানীয় পান করাতেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় তার এই অবস্থা হয়ে গিয়েছে যা তোমরা দেখছো। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, মুসআব বিন ওমাইর, ১/১৫৩, হাদীস ৩৪৩)**

প্রেমিক প্রেমিকের সাথেই থাকবে

এক গ্রাম্য আরবী প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কিয়ামত কখন আসবে? রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি এর জন্য কিরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? আরয করলো: আমি এর জন্য অনেক বেশী (নফল) নামায এবং (নফল) রোযা জমা করিনি, তবে আমি আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসি। রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَلۡمَرۡءُ مَعَ مَنۡ اَحَبَّ অর্থাৎ মানুষ তার সাথে থাকবে, যাকে সে ভালবাসে। **(তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, ৪/১৭২, হাদীস ২৩৯২)** (এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী) হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি

ইসলাম গ্রহণ করার পর মুনলমানদেরকে যতটুকু এই বিষয়ে খুশি হতে দেখেছি, ততটুকু আর কোন বিষয়ে দেখিনি।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আনাস বিন মালিক আন নদর, ৪/৩৯৮, হাদীস ১৩০৬৬)

তুমিই নৈকট্যশীল

হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তিনজন লোকের পাশ দিয়ে গমন করলেন, যাদের শরীর দূর্বল এবং রঙ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তোমাদের এই অবস্থার কারণ কি? তারা আরয করলো: দোযখের আগুনের ভয়ে। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আল্লাহ পাকের অধিকার রয়েছে যে, ভীত সন্ত্রস্থদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা। অতঃপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এর গমন আরো তিনজন ব্যক্তির পাশ দিয়ে হলো, যারা তাদের চেয়েও বেশী দূর্বল এবং শরীরের রঙ তাদের চেয়েও বেশী পরিবর্তিত ছিলো। জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের এই অবস্থা হওয়ার কারণ কি? তারা উত্তরে বললো: জান্নাতের আশায়। বললেন: আল্লাহ পাকের অধিকার রয়েছে যে, তোমাদেরকে তা প্রদান করার, যা তোমরা আশা করছো। অতঃপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আরো তিনজন ব্যক্তি পাশ দিয়ে গমন করলেন, যারা পূর্ববর্তীদের চেয়েও বেশী দূর্বল এবং পরিবর্তিত রঙের ছিলো আর তাদের চেহারায় যেন নূরের আয়না ছিলো, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام তাদেরকে বললেন: তোমাদের এই অবস্থার কারণ কি? তারা উত্তরে বললো: আমরা আল্লাহ পাককে ভালবাসি। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তিনবার বললেন: আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বেশী নৈকট্য তোমাদেরও অর্জিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! ভাবুন তো একবার! আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় কিরূপ অবস্থা হতো যে, এরা আল্লাহ পাকের হক এবং বান্দাদের হকের ব্যাপারে কিরূপ নিয়মানুবর্তীতা রক্ষা করতেন, নেকীর প্রতি আগ্রহ এবং গুনাহকে কিরূপ ঘৃণা করতেন, আল্লাহর ইবাদতের আধিক্য তাদের দূর্বল ও জীর্ণশীর্ণ করে দিতো এবং তাদের শরীরের রঙ পরিবর্তন করে দিতো, আজ আমরা আমাদের অবস্থার প্রতি ভাবি যে, নেকী তো নেই-ই এবং গুনাহের পাল্লা কিরূপ ভারী করে রেখেছি যে اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে অধিকাংশ মানুষ আমল শূণ্যতার শিকার, বান্দার হক আদায়ের নিকটে আসে না আল্লাহ পাকের হক রক্ষণাবেক্ষণের কোন অনুভূতি, নেকী করা নফসের জন্য খুবই কষ্টকর এবং গুনাহ সম্পাদন করা খুবই সহজ হয়ে গেছে, মসজিদ সমূহ বিরান এবং গুনাহে ভরা বিনোদন কেন্দ্রের পরিপূর্ণতা দ্বীনের প্রতি আগ্রহীদের যেন রক্ত কান্না কাঁদায় এবং যেন কাঁপিয়ে তুলে। টিভি, ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়া (Social Media) এবং ক্যাবলের মন্দ ব্যবহার কারীদের সংখ্যাও কম নয়, প্রয়োজনাদির পরিপূর্ণতা ও সুবিধা অর্জনের জন্য সীমাতিক্রম চেষ্টা মুসলমানদের অধিকাংশকেই আখিরাতের চিন্তা থেকে একেবারে উদাসীন করে রেখেছে। গালি দেয়া, অপবাদ প্রদান করা, কুধারণা করা, গীবত করা, চোগলখোরী করা, মানুষের দোষ জানার চেষ্টায় থাকা, মানুষের দোষ বের করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা ওয়াদা খেলাফী করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, হত্যা করা, কাউকে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে কষ্ট দেয়া, ঋণ পরিশোধ না করা, কারো জিনিস কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে ফিরিয়ে না দেয়া, মুসলমানদের মন্দ উপাধী দ্বারা ডাকা, কারো জিনিস তার অপছন্দ হওয়ার পরও বিনা অনুমতিতে

ব্যবহার করা, মদ পান করা, জুয়া খেলা, চুরি করা, অপকর্ম করা (যেনা করা), সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, সূদ ও ঘুষের লেনদেন করা, মাতাপিতার অবাধ্যতা করা এবং তাদের কষ্ট দেয়া, আমানতের খেয়ানত করা, কুদৃষ্টি দেয়া, মহিলারা পুরুষের এবং পুরুষরা মহিলাদের সামঞ্জস্যতা (নকল) করা, বেপর্দা হওয়া, গর্ব, অহঙ্কার, হিংসা, লৌকিকতা, নিজের অন্তরে কোন মুসলমানের জন্য বিদ্বেষ রাখা, রাগ আসলে শরীয়তের সীমাতিক্রম করা, গুনাহের লোভ, পদ লোভী, কৃপণতা, আত্মম্ভীরতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ আমাদের সমাজে খুবই নির্ভিকতার সহিত করা হয় এবং এরপরও আমরা এই বিভ্রমে থাকি যে, আমরা আল্লাহ পাক এবং রাসূলূল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যিকার ভাবে ভালবাসি? একটু ভাবুন তো! আল্লাহ পাক এবং রাসূলূল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যিকার ভাবে ভালবাসা পোষণকারীর কি কথাবার্তা, তাদের জীবনোপায় এবং তাদের আচরণ এমন হয়?

আহ! যদি আল্লাহ পাককে সত্যিকার ভাবে ভালবাসা পোষণকারীদের সদকা আমাদেরও নসীব হয়ে যেতো এবং আহ! যদি আমরাও সেই মুবারক ব্যক্তিত্বদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী হয়ে যাই, নেক আমলের উপর আমল করে সকল নামায জামাআত সহকারে মসজিদের প্রথম সারিতে প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করি। রমযান মাসের ফরয রোযার পাশাপাশি নফল রোযাও রাখি। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর ভালবাসায় হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক সত্যিকার ভালবাসা অর্জনের জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেও চলা উচিৎ এবং এরই সাথে আল্লাহ পাকের ভালবাসা অর্জনে দোয়াও করা উচিৎ, যেমনটি

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, নবীয়ে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এই দোয়া প্রার্থনা করতেন। اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ حُبَّکَ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّکَ وَالْعَمَلِ الَّذِیْ یُبَلِّغُنِیْ حُبَّکَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হতে তোমার, তোমার প্রিয় বান্দাদের ভালবাসা এবং সেই আমলের ভালবাসার প্রার্থনা করছি, যা আমাকে তোমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাবে, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّکَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَمَالِیْ وَاَهْلِیْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার ভালবাসা আমার জন্য আমার প্রাণ ও সম্পদ, পরিবার পরিজন এবং ঠান্ডা পানি থেকেও বেশী প্রিয় বানিয়ে দাও। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, কিতাবুত দাওয়াত, বাবু জামেয়েদ দোয়া, ১/৪৬৫, হাদীস ২৪৯৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের নিকট তার ভালবাসা প্রার্থনা করতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও আমাদের রব তাআলার নিকট তাঁর ভালবাসার অর্জনের দোয়া প্রার্থনা করতে থাকা, বিশ্বাস করুন! আল্লাহ পাক ভালবাসা সেই মহান নেয়ামত, তা যার নসীব হয়ে যাবে তার ইবাদতের স্বাদ এবং ঈমানের মিষ্টতা নসীব হয়ে যাবে।

ঈমানের মিষ্টতা

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, হুযুরে আনওয়ার, নবীদের সর্দার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুবাশিত ইরশাদ হচ্ছে: ثَلَاثٌ مَنۡ كُنَّ فِيۡهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الۡاِيۡمَانِ অর্থাৎ যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি অভ্যাস থাকবে, তবে সে এর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা পাবে, (১) আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় হবে। (২) কাউকে ভালবাসলে তবে তা হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য। (৩) কুফরের প্রতি এতো ঘৃণা থাকবে, যতটুকু ফুটন্ত আগুনে নিক্ষেপ করার প্রতি ঘৃণা থাকবে। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি মুহাব্বাতিল্লাহ, ১/৩৬৪, হাদীস ৪০৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, একজন মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা সৃষ্টি জগতের সকল বস্তু হতে বেশী হওয়া এবং কাউকে ভালবাসা বা ঘৃণা করার মূল কারণ আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিই হওয়া কতই না মহান নেয়ামত যে, তা যার নসীব হয়ে যায় তার ঈমানের সত্যিকার স্বাদ নসীব হয়ে যায় বরং সত্য তো এই যে, যেই সৌভাগ্যবান মুসলমান কোন ব্যক্তিগত উপকারীতা এবং দুনিয়াবী উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু মাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের সাথে মেলামেশার সম্পর্ক রাখে এবং যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসে, তার ঈমানের মিষ্টতা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি এই সৌভাগ্যও নসীব হয় যে, আল্লাহ পাক তার প্রতি খুশি হয়, তাকে ভালবাসে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরই খুবই মহান পদমর্যাদা দান করা হবে। আসুন! এসম্পর্কে একটি বর্ণনা শ্রবণ করি।

হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা আম্বিয়াও নয়, শহীদও নয়, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁদের পদ-মর্যাদা দেখে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِ السَّلَام এবং শুহাদাগণ رَحِمَہُمُ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن ঈর্ষা করবেন। লোকেরা আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাদেরকে বলুন যে, তারা কারা হবেন? ইরশাদ করলেন: তারা হলো ঐ সমস্ত লোক, যারা একে অপরকে আল্লাহ পাককে ভালবাসার কারণে ভালবাসা পোষণ করে, অথচ তাদের মাঝে না কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক হবে এবং না কোন সম্পদের লেনদেনের ব্যাপার, আল্লাহর শপথ! এসব লোকেদের চেহারা (কিয়ামতের দিন) নূর হবে এবং নিঃসন্দেহে এই লোকেরা নূরের উপর হবে এবং যখন সব লোক ভীত সন্ত্রস্ত হবে, তখন এই লোকেরা নির্ভয় হবে এবং যখন লোকেরা চিন্তাগ্রস্থ হবে তখন এই লোকেদের কোন চিন্তা থাকবে না।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল আদব, বাবুল হুব্বে ফিল্লাহ..., ২/২১৯, হাদীস ৫০১২)

হে আশিকানে আউলিয়া! আপনারা শুনলেন যে, আল্লাহ পাককে ভালবাসা পোষণকারী এবং আল্লাহ পাকেরই সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসা পোষণকারীকে কিরূপ শান ও মহত্ব প্রদান করা হবে যে, কাল কিয়ামতের দিন যখন নফসী নফসীর অবস্থা হবে, লোকেরা চিন্তাগ্রস্থ হবে তখন সেই সৌভাগ্যবানদের কোন চিন্তা এবং কষ্ট থাকবে না আর তাঁদের খুবই সুন্দর পদ্ধতিতে সম্ভাষন জানানো হবে যে, আল্লাহ পাক তাঁদের জন্য নূরের মিম্বর পাতবেন এবং সম্মান ও মহত্বের আসনে বসাবেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রিয় রাসূল

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করি এবং তাঁদের সন্তুষ্টিকেই নিজের বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মানদন্ড বানাই, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ হলো একটি উত্তম উপায়, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ না শুধু আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার সুধা পান করায় বরং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের বন্ধুদের সাথেই বন্ধুত্ব করার দ্বীনি মানসিকতা প্রদান করা হয়, এই দ্বীনি পরিবেশের বরকতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যে মাসলমানদেরকে ভালবাসা ও সহানুভূতির প্রেরণা সৃষ্টি হয় আর নিজের সংশোধনের পাশাপাশি দুনিয়ার মুসলমানদের সংশোধনের চেষ্টা করার অস্থিরতাও সৃষ্টি হয়, সুতরাং আপনিও আল্লাহ পাকের ভালবাসা আরো বৃদ্ধি করতে, প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে প্রসার করতে, নিজেকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে ও নেকীর পথে আনার জন্য এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একজন মুসলমানের তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার প্রতি যতটুকু ভালবাসা থাকা উচিৎ, ততটুকু পুরো সৃষ্টি জগতে আর কারো জন্য থাকা উচিৎ নয়, এতেই ঈমানের নিদর্শন ও স্বাদ বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে এই বিষয়ের দাবি তো করি যে, আমি আমার রব তায়ালাকে ভালবাসি, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কর্মকান্ড এর বিপরীত, যেন আমাদের আচার আচরণই আমাদের কথাবার্তাকে সরাসরি অস্বীকার করছে, আমাদের আমলী অবস্থা দ্বারা এমন

মনে হয় যে, আমাদের নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতি এতটুকুও ভালবাসা নেই যতটুকু ভালবাসা সৃষ্টির প্রতি রয়েছে, কোন এক জ্ঞানী ঠিকই বলেচেন যে, "করার মতো কাজ করো, নয়তো না করার মতো কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে", দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকাল আমরা না করার মতো কাজে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে গেছি যে, করার মতো কাজের দিকে মনোযোগই আর রইলো না, দুনিয়ার চিন্তায় এতোই লিপ্ত যে, আখিরাতের চিন্তা করাই ছেড়ে দিয়েছি, সম্পদের চিন্তায় এতোই আবদ্ধ হয়ে গেছি যে, কিয়ামতের দিনে নেয়া হিসাব থেকে একেবারেই উদাসীন হয়ে গেছি, সৃষ্টির ভালবাসায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেছি যে, সৃষ্টিকর্তার স্মরণই অন্তর থেকে ভূলে আছি, গুনাহের ভালবাসায় পড়ে তাওবা করা থেকেও বঞ্চিত এবং আলিশান অট্টালিকা নির্মানের ভাবনা মাথায় চেপে বসায় স্থায়ী ঘর অর্থাৎ কবরকে সাজানোর প্রতি মনোযোগই আর রইলো না, একটু ভাবুন তো! আমাদের কি কাজ করার ছিলো আর আমরা কোন কাজে পড়ে আছি, চিন্তা করুন! এটা সেই যুগ তো নয়, যার সংবাদ দিয়ে অদৃশ্যের সংবাদদাতা আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শত শত বছর পূর্বেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমনটি

পাঁচটির চাহিদা পাঁচটি থেকে উদাসীনতা

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: سَيَأْتِيْ زَمَانٌ عَلٰى اُمَّتِيْ يُحِبُّوْنَ خَمْسًا وَ يَنْسَوْنَ خَمْسًا আমার উম্মতের উপর ঐ যুগ অতি শীঘ্রই আসবে যে, পাঁচটির প্রতি ভালাবাসা রাখবে এবং পাঁচটিকে ভুলে যাবে (১) يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَ يَنْسَوْنَ الْاٰخِرَةَ দুনিয়াকে ভালবাসবে এবং আখিরাতকে ভূলে যাবে, (২) وَيُحِبُّوْنَ الْمَالَ وَ يَنْسَوْنَ الْحِسَابَ সম্পদকে

ভালবাসবে এবং (আখিরাতের) হিসাবকে ভূলে যাবে, (৩) وَيُحِبُّوْنَ الْخَلْقَ সৃষ্টিকে ভালবাসবে এবং স্রষ্টাকে ভূলে যাবে, (৪) وَيُحِبُّوْنَ الذُّنُوْبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوبَةَ গুনাহকে ভালবাসবে এবং তাওবা করাকে ভূলে যাবে, (৫) وَيُحِبُّوْنَ الْقُصُوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ প্রাসাদকে ভালবাসবে এবং কবরস্থানকে ভূলে যাবে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুল আশির ফিল ইশক, ৩৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক ভালবাসার ৭টি নিদর্শন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! অন্তরে আল্লাহ পাকের ভালবাসা বৃদ্ধি করতে কোনআন ও হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণীর আলোকে "আল্লাহ পাকের ভালবাসা" র ৭টি নিদর্শন শ্রবণ করি:

(১) "আল্লাহ পাকের ভালবাসা"র ১টি নিদর্শন হলো, কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা এবং এর অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করা, বুঝে নিন এটা আল্লাহ পাকের ভালবাসার নিদর্শন। আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণ যখন তাঁর বাণী শুনতেন এবং তাতে চিন্তা ভাবনা করতেন তখন তাঁদের চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে যেতো। যেমনটি

আল্লাহ পাকের বাণী হচ্ছে:

وَاِذَا سَمِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰۤى اَعْیُنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ

(পারা ৭, সূরা মায়িদা, আয়াত ৮৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তারা যখন শুনে সেটা, যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তাদের চোখগুলো দেখো অশ্রুতে ভরে উঠছে, এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে।

মাকাতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত "মুকাশাফাতুল কুলুব" কিতাবের ৬৩নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: ভালবাসার সত্যতা তিনটি বিষয় দ্বারা প্রকাশিত হয়: (১) প্রেমিক, প্রেমিকের কথাকে সবচেয়ে ভাল মনে করে। (২) তার জন্য প্রেমিকের আসরই সবচেয়ে উত্তম আসর হয়। (৩) তার নিকট প্রেমিকের সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয়। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬৩ পৃষ্ঠা)**

হযরত সাহল তুসতরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের সাথে ভালবাসার নিদর্শন হলো যে, সে ব্যক্তি কোরআনে পাককে ভালবাসবে। আল্লাহ পাকের ভালবাসা এবং রাসূলের ভালবাসার নিদর্শন হলো কোরআনে করীমের ভালবাসা এবং হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্নাতের প্রতি আসক্তি রাখা। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭১ পৃষ্ঠা)**

(২) "আল্লাহ পাকের ভালবাসা"র ১টি নিদর্শন এটাও যে, ফরয আদায়ের পাশাপাশি নফলেরও নিয়মানুবর্তিতা করা এবং এটা তো সেই কাজ যা ভালবাসা পোষণকারীদেরকে আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় বান্দা বানিয়ে দেয়।

আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের উপায়

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, নবীদের সর্দার, দু'জাহানের তাজেদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন ওলীকে কষ্ট দিলো আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করলাম এবং বান্দা আমার নৈকট্য সবচেয়ে বেশী ফরযের মাধ্যমে অর্জন করে এবং নফলের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নৈকট্য অর্জন করে এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। **(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২৪৮, হাদীস ৬৫০২)**

(৩) "আল্লাহ পাকের ভালবাসা"র আরো ১টি নিদর্শন হলো, আল্লাহ পাকের যিকিরে ব্যস্ত থাকা এবং আল্লাহ পাকের ভালবাসা অর্জনের উপায়ও বটে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿۴۱﴾ وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿۴۲﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪১,৪২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ঘোষণা করো।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهٗ যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে, অধিকাংশ তারই আলোচনা করে থাকে। **(কানযুল উম্মাল, ১/২১৭, হাদীস ১৮২৫)**

হযরত আবুল হাসান রাঞ্জানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইবাদতের ভিত্তি তিনটি জিনিস চোখ, অন্তর এবং মুখের উপর। চোখ শিক্ষার জন্য, অন্তর চিন্তা ভাবনা করা জন্য আর মুখ সততার কেন্দ্র এবং যিকির ও তাসবীহের জন্য। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭১ পৃষ্ঠা)**

হযরত সিররী সাকাতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার হযরত শায়খ জুরজানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট পেষণকৃত ছাত্তু (এক প্রকার আটা) দেখে তাকে বলেন: ছাত্তু ছাড়া আর কিছু কেন খান না? তিনি বললেন: আমি খাবার খাওয়া এবং ছাত্তু খাওয়ার মাঝে সত্তরবার তাসবীহ পাঠের পার্থক্য পেলাম (অর্থাৎ যতটুকু সময় খাবার খেতে লাগে, ততটুকু সময় সত্তরবার তাসবীহ পাঠ করে নিই)। এ কারণেই চল্লিশ বছর ধরে আমি শুধু মাত্র ছাত্তু খাচ্ছি যেন তাসবীহ এর সময় নষ্ট না হয়। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) "আল্লাহ পাকের ভালবাসা"র ১টি নিদর্শন এটাও যে, নফসের বাসনার পরও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে নিজের পছন্দকে উৎসর্গ করে দেয়া।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের দাসত্ব হচ্ছে তিনটি জিনিসের নাম। শরীয়তের বিধানাবলীর অনুসরণ করা, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত নিয়তী এবং বন্টনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে নিজের নফসের বাসনাকে উৎসর্গ করে দেয়া। **(বেটে কো নসীহত, ৩৭ পৃষ্ঠা)**

হযরত সিররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: চল্লিশ বছর ধরে আমার নফসের মধূ খাওয়ার বসনা রয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি তার এই বাসনা পূর্ণ করিনি। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১৬৩ পৃষ্ঠা)**

(৫) "আল্লাহ পাকের ভালবাসা"র ১টি নিদর্শন হলো, নিজের অন্তরকে দুনিয়ার ভালবাসা থেকে পৃথক করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ পাক সামনে নত রাখা।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, হে ঈসা! আমি দেখছি যে, যখন কোন বান্দার অন্তর দুনিয়া ও আখিরাতের ভালবাসা থেকে পবিত্র হয়ে যায় তখন তাকে আমার ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ করে দিই।

(৬) "আল্লাহ পাকের ভালবাসা"র আরো ১টি নিদর্শন হলো, এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকা যা আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনে প্রতিবন্ধক।

হযরত যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীর নিদর্শন এটাও যে, ঐ সকল বিষয় ছেড়ে দেবে যা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন বানিয়ে দেয় এবং নিজেকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিমূলক কাজে লিপ্ত রাখে। **(আয যুহদুল কবীর, ৭৮ পৃষ্ঠা)**

(৭) "আল্লাহ পাকের ভালবাসা"র ১টি নিদর্শন এটাও যে, আল্লাহ পাককে সত্যিকার ভালবাসা পোষণকারী নেক লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা এবং তাদের সঙ্গ অবলম্বন করা।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: সর্বদা এমন সঙ্গ অবলম্বন করা উচিৎ, যাতে ইবাদতের আগ্রহ এবং সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। বন্ধু এমন হোক, যাকে দেখে আল্লাহ পাকের স্মরণ আসে, তার কথায় নেকীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়, দুনিয়ার ভালবাসা হ্রাস এবং আখিরাতের ভালবাসায় বৃদ্ধি পায়। বন্ধু এমন হোক, যেন তার কারণে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় বৃদ্ধি পায়। অগাম্ভীর্য আচরণকারী, ফ্যাশন পুজারী এবং বেনামাযীর সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ "দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করতে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পেতে, অন্তরে খোদাভীতি জাগাতে, ঈমার

হিফাযতের অস্থিরতা বাড়াতে, নিজেরকে কবরের আযাবের প্রতি ভীত সন্ত্রস্থ করতে, গুনাহের অভ্যাস মিটাতে, নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী বানাতে, অন্তরে ইশকে রাসূলের প্রদিপ জ্বালাতে এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব অর্জনের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে উত্তম পরিবেশ এবং নেক লোকের সঙ্গ খুবই প্রয়োজন, কেননা আজ সমাজের বর্ণনাতীত অবস্থায় গুনাহের ভয়াবহ বন্যার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এরই মাঝে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ কোন মহান নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, এর সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ নসিব হবে এবং আল্লাহ পাক চাইলে আউলিয়াদের ফয়যানও নসিব হবে। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো 'দরস'।

❋ মসজিদে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া সুন্নাতে মোস্তফা ❋ আমাদের নবী, মক্কী মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে নববী শরীফে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিতেন এবং ❋ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা শিখতেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২৩৯)** বড় বড় আউলিয়ায়ে কিরাম এবং উম্মতের উলামাদেরও এটাই নিয়ম ছিল। ❋ اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলও এই নেক কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। ❋ আপনার নিকটবর্তী চক বা মসজিদে যেখানে দরস হয়, ❋ আপনিও সেখানে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله ❋ দ্বীনি ইলম শেখার সুযোগ মিলবে ❋ যদি মসজিদে হয়, তাহলে ততক্ষণ মসজিদে বসার সওয়াব পাওয়া যাবে। ❋ নেককারদের সাহচর্যে বসার সৌভাগ্য হবে। ❋ দরস

মুসলমানদেরকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম। ❋ দরস বেনামাযীকে নামাযী বানায়। ❋ দরস মসজিদ থেকে দূরে থাকা ব্যক্তিদেরকে মসজিদের নিকটবর্তী করে। ❋ দরসের বরকতে নেক কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ❋ দরসের বরকতে এলাকায় দ্বীনি কাজের ধুম পড়ে যায়। ❋ আপনিও প্রতিদিন দরসে অংশগ্রহণের নিয়ত করে নিন! اِنْ شَآءَ الله নিয়মিত নামাযের পাশাপাশি দ্বীনি ইলমের অনেক কথা শেখার ও শেখানোর সুযোগ মিলবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাইয়াত হওয়ার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, বাইয়াত হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি: ❋ দুনিয়ায় কোনো নেককার ব্যক্তিকে নিজের ইমাম বানিয়ে নেওয়া উচিত; শরীয়তের ক্ষেত্রে তাকলীদের মাধ্যমে এবং তরিকতের ক্ষেত্রে বাইয়াতের মাধ্যমে, যাতে হাশর নেককারের সাথে হয়। **(আদাবে মুর্শিদে কামিল, পৃ. ১৩)** ❋ ঈমান হিফাযতের একটি মাধ্যম হলো কোনো মুর্শিদে কামিলের মুরীদ হওয়া। **(আদাবে মুর্শিদে কামিল, পৃ. ১২)** ❋ সকল শর্ত পূরণকারী শায়খের হাতে বাইয়াত হওয়া মুসলমানদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সুন্নাত এবং এতে দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের অগণিত উপকার ও বরকত রয়েছে। **(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৬/৫৭৫)** ❋ পীর আখেরাতের বিষয়াবলীর জন্য বানানো হয়, যাতে তাঁর পথপ্রদর্শন ও বাতেনী দৃষ্টির বরকতে মুরীদ আল্লাহ পাক ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি মোতাবেক তার দিন-রাত অতিবাহিত করতে পারে। **(আদাবে মুর্শিদে কামিল, পৃ. ১৩)** ❋ যে ব্যক্তি

সকল শর্ত পূরণকারী কোনো শায়খের হাতে বাইয়াত হয়ে গেছে, তার জন্য অন্য কারো হাতে বাইয়াত হওয়া উচিত নয়। **(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৬/৫৭৯)** ❋ হুযুর গাউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুরীদ হওয়ার মধ্যে ঈমানের হিফাযত, মৃত্যুর পূর্বে তাওবার তৌফিক, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের মতো মহান উপকারিতা রয়েছে। **(ফিকরে মদীনা, পৃ. ১৬১)** ❋ মুরীদ হতে বিলম্ব করা উচিত নয়। **(আদাবে মুর্শিদে কামিল, পৃ. ২২)** ❋ এক মুরীদ এর দুই জন শায়খ (পীর) হতে পারে না। **(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২১/৫৮০)** ❋ যার কোনো পীর নেই, শয়তান তার পীর। **(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৬/৫৭৫)**

ঘোষণা

বাইয়াত হওয়ার অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ০২ অক্টোবর ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

বাইয়াত হওয়ার অবশিষ্ট মাদানী ফুল

❋ যে মুরীদ দুই পীরের মাঝে অংশীদার হয়ে যায়, সে সফল হয় না। **(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৬/১৩৬)** ❋ যে পীর সুন্নী, সহীহ আক্বীদার অনুসারী, আলেম এবং ফাসিক নন আর তাঁর সিলসিলা শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন হয়, তবে তাঁর হাতে বাইয়াত হওয়ার জন্য পিতা-মাতা অথবা স্বামী, কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। **(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৬/৫৮৪)** ❋ চিঠির মাধ্যমে বাইয়াত হতে পারবে। **(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৬/৫৮৫)** ❋ দূত বা চিঠির মাধ্যমে মুরীদ হওয়া যায়। **(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৬/৫৮৫)** ❋ পীরের কাজ ও কথার উপর আপত্তি করা কঠোরভাবে হারাম এবং উভয় জগতের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। **(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৬/৫৮৮)** ❋ মুরীদের বাহ্যিকভাবে কোনো বুযুর্গ বা সাহিবে মাযার থেকে ফয়েয (আধ্যাত্মিক উপকারীতা) মিললেও, সেটাকে তার নিজের মুর্শিদে কামিলেরই ফয়েয মনে করা উচিত। **(আদাবে মুর্শিদে কামিল, পৃ. ৯৮)** ❋ মুরীদকে সব সময় সতর্ক ও আদব সহকারে থাকা উচিত, কারণ সামান্য অবহেলা ও অসতর্কতা দ্বীন ও দুনিয়ার এমন কোনো বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে, যার হয়তো প্রতিকারও সম্ভব হবে না। **(আদাবে মুর্শিদে কামিল, পৃ. ৭০)** ❋ হযরত যুননূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন কোনো মুরীদ আদবের খেয়াল রাখে না, তখন সে ফিরে সেখানেই পৌঁছে যায় যেখান থেকে সে যাত্রা শুরু করেছিল। **(আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, বাবু আদব, পৃ. ৩১৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিচ্ছু এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পোকামাকড় থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সময়সূচী অনুসারে "বিচ্ছু এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পোকামাকড় থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۔ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের উসিলায় তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সমস্ত জাহানে নূহ (عَلَيْهِ السَّلَام) এর উপর সালাম বর্ষিত হোক। **(খাযিনায়ে রহমত, পৃ. ১৫৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২

মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد